DAINIK STATESMAN দৈনিক স্টেটসম্যান
২০ ভাদ্র ১৪২৩ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৪২৫২

সমান্তরাল বিচার ব্যবস্থা

পাকিস্তানে মূলত সন্ত্রাসবাদীদের মামলাগুলি বিচারের জন্য গঠিত বিতর্কিত সামরিক আদালতগুলিকে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় বৈধ বলে ঘোষণা করেছে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হয়েছে। এই রায় শরিফের অনুমোদন পেয়েছে এই কারণে যে এইসব আদালত নিয়ে প্রবল সমালোচনা ওঠার ফলে তিনি রাওয়ালপিন্ডির সেনা সদরদফতরের দিক থেকে ভীষণ চাপের মধ্যে ছিলেন। অনেক দিক থেকেই আদালতের এই রায়কে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একটা বড় কারণ হল এটা মানবাধিকারের ভাবধারাকে লংঘন করেছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সেনা সদরদফতরের অঙ্গুলিহেলনে ক্যান্টনমেন্ট কোর্টগুলি তড়িঘড়ি যে রায় দিচ্ছে বেঞ্চ সে ব্যাপারে নাক গলায়নি। সামরিক আদালতে অন্যায্য বিচারের অভিযোগ করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ১৬ জনের পরিবার যে পিটিশন দায়ের করেছিল সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করে দিয়েছে।

ইতিমধ্যেই অনেককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, আরও অনেকে ফাঁসির অপেক্ষায় রয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা উঠে যেতেই ফাঁসির বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়ে গেছে। সহজবোধ্য কারণেই শীর্ষ আদালত ফৌজি আদালতেরই পক্ষেই সায় দিয়েছে এবং শরিফেরও অভিযোগ থেকে বাঁচতে আদালতের রায়কে অজুহাত হিসাবে তুলে ধরা ছাড়া কোনও পথ ছিল না। কিন্তু অসামরিক প্রশাসন বা সামরিক বাহিনী কেউই যে জঙ্গিদের বাগে আনতে পারছে না তা এই রায়েই স্পষ্ট।

আন্তর্জাতিক আইনবিদ কমিশনের এশিয়া ডিরেক্টর সাম জারিফি বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদী কাজ বা অন্যান্য ধরনের জঘন্য অপরাধে অভিযুক্তরা সহ সমগ্র জনগণের মানবাধিকার রক্ষা করার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগকে সুপ্রিম কোর্ট কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে।' ন্যায়বিচারের প্রহসনকে এখন কার্যত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হল। আন্তর্জাতিক আইনবিদ কমিশন পাকিস্তানের ক্ষমতার খেলার শরিক সমস্ত পক্ষ অর্থাৎ সামরিক বাহিনী, বিচারবিভাগ, প্রশাসন ও আইনসভাকে সেই বার্তাই দিয়েছে।

কমিশন আরও বলেছে, 'এটা জানা দরকার যে মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি আরও শ্রদ্ধা রেখেই কেবল পাকিস্তানের গুরুতর সন্ত্রাসবাদ সমস্যার সমাধান সম্ভব। ত্রুটিপূর্ণ সামরিক ট্রাইবুনাল দিয়ে সেই কাজটা হবে না, কারণ তারা ন্যায়বিচার বা সত্যের পথে যেতে পারবে না।' মানবাধিকারের প্রহসন ঠেকাতে কমিশনের এই একতরফা হস্তক্ষেপ যথেষ্ট বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সাধারণ বিচারবিভাগের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে পাওয়া বেশ কঠিন। কারণ তারা সামরিক বিচারব্যবস্থার সমান্তরাল বিচারব্যবস্থা হিসাবে কাজ করছে যা এখন শীর্ষ আদালতেরও অনুমোদন পেয়ে গেল। কমিশন বলেছে, 'বিচারের মূল স্তম্ভকে ধ্বংস করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। যত গুরুতর অপরাধই হোক না কেন সমস্ত সন্দেহভাজনের ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকার আছে।' প্রকৃত বিচারে অসামরিক ব্যবস্থার ওপর সামরিক এক্তিয়ারের আরও সম্প্রসারণই ঘটল।

রাজনীতি

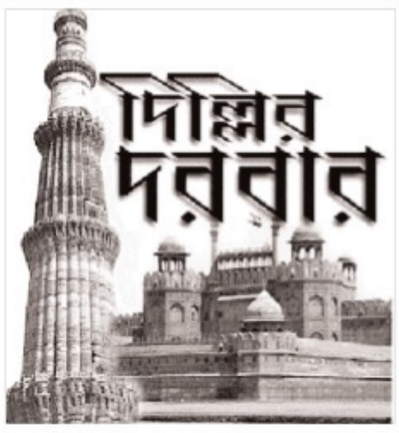

রাণা ঘোষদস্তিদার

সম্প্রতি বৃষ্টিভাসি দিল্লির রাস্তায় জ্যামে আটকা পড়ে মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট জন কেরির যে বোধোদয় হয়েছে দিল্লি বেশ কিছুদিন ধরেই তা নিয়ে রঙ্গ রসিকতা করে আসছে। ব্যাপারটা গুরুত্ব পেল আইআইটি দিল্লির ছাত্রদের কাছে কেরির এই প্রশ্নে, যে সভায় ছাত্ররা নৌকা করে এসেছি কিনা। সারা দুনিয়া কাছে মাথা হেঁট হবার মত পরিস্থিতিই বটে। এরই মধ্যে তির্যক ব্যঙ্গময় ট্যুইট করার জন্য নাম করে ফেলা বীরেন্দ্র সেওবগ আরও মশলা জাগিয়ে দিয়েছেন। সতীর্থ গম্ভীরের নৌকা কিনবার ইচ্ছার কথা শুনে বীরেন্দ্রর বক্তব্য, দুটি নৌকা চাই দিল্লিতে। একটির রেজিস্ট্রেশন জোড় নম্বরে,অন্যটির বিজেড় নম্বরে। দিল্লির সাম্প্রতিক রাজনীতি ও সরকার চালনার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই প্রসঙ্গ একেবারে নিখুঁত লক্ষ্যভেদী উল্লেখ করা যায়। বিপুল জনসমর্থন নিয়ে জিতে এসে অরবিন্দ জাদুমন্ত্রে দিল্লির হালহকিৎ বদলে দেবেন, এমন আকাশকুসুম স্বপ্ন যারা দেখেছিলেন তাদের মুখ লুকোবার জায়গা নেই। আর যাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন বিজেপিতে খেদানো , কংগ্রেসে তাড়ানো বিতর্কিত বা অজ্ঞাতকুলশীল সঙ্গীসাথীদের নিয়ে অরবিন্দ কোন সুশাসন উপহার দেবেন তাঁদের বিদ্রূপময় মুচকি হাসির অর্থ, কি, ঠিক বলেছিলাম কিনা। বাস্তবিক ডজন খানেক এমএলএ বিবিধ দুষ্কর্মের দায়ে গ্রেফতার এই খবর এতদিন যাঁরা রাজনীতির খেল ভাবছিলেন পরপর মন্ত্রীদের দুর্নীতি দুষ্কর্মের দায়ে মন্ত্রিত্ব খোয়ানো দেখে, সুদিনের খোয়াব তাঁদের উবে গেছে। সাম্প্রতিক এক সেক্স ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রী সন্দীপ কুমার যৌনসুখ উন্নয়নে লিপ্ত। অরবিন্দ সন্দীপকে আধঘন্টার মধ্যে বরখাস্ত করার কথা ঘোষণা করলেও সোশ্যাল মিডিয়তে আপ এর মুখপত্র আশুতোষ ,সন্দীপের যৌন স্বাধীনতার ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন সূচক সওয়াল করে খেলা জমিয়ে দিয়েছেন। কুনাট্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে অবশ্য সন্দীপ দাবি করেছেন, দলিত বলেই ভিডিও করে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। জাতপাত বা সংখ্যালঘু এই দুই জবরদস্ত ঢালের যে কোন একটির আশ্রয় নিতে পারলেই সাত খুন মাফ , এমনটা ধরে নিয়ে দিল্লি নাটকের পরবর্তী অঙ্কের অপেক্ষায় আছে। তবে বর্ষা যা খেল দেখাচ্ছে আর কিছু বর্ষণ হলেই দিল্লির দুর্ভোগ আরও বাড়বে। এবং নিজের সরকারের অপদার্থতা ঢাকতে এবার হয়তো ওবামাকে গালমন্দ শুরু করবেন অরবিন্দ রসিকদের অনুমান। ওদিকে, জাতীয়স্তরে উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতি কমলেও নিচু পর্যায়ের দুর্নীতি কমছে না চিন্তাশীলদের আক্ষেপ। নয়ডা, গুরগাঁও, ফরিদাবাদ, পলবলের শিল্পোদ্যোগগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল একজন জানালেন যে বিদ্যুৎ পর্যদগুলির দুর্নীতি অব্যাহত। শিল্পগুলিতে দেওয়া এগারো কেভির ডেডিকেটেড লাইন নিয়েও নিস্তার নেই, লাইনম্যানরা নানা অছিলায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত করে, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়াররা শুনেও না শোনার ভান করে। মাসিক তোলা গুনে দিলে ত বেই পরিষেব মিলবে। টাউন প্ল্যানিং হোক ফায়ার সেফটি হোক, যে কেন দফতরে লাইসেন্স রাজ্যের দাপট অব্যাহত এবং নিচু পর্যায়ের কর্মচারীদের ঘুষ নেওয়া অব্যাহত এবং দিন দিন তাদের খাঁই বাড়ছে। খানিক শুনেই এক বাংলাপ্রেমী প্রবাসী বলে বসলেন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পগুলিকে আহ্বান করে নিয়ে যাওয়া যায় না? ওদিকে শীর্ষ আদালতের রয়ে অনেকেই এবার নিশ্চিন্ত যার সিঙ্গুরে জমি দখল অবৈধ ছিল তা হলে। এই অধমের মত মুষ্টিমেয় যারা প্রথমেই বিরোধিতয় নেমেছিল মবলঙ্কার হল ইত্যাদিক্স জমায়েত সমর্থন জানাতে হাজির ছিল পরিতৃপ্ত হসি ছাড়া তাদের বেশি প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু নতুন সমর্থকদের অনেকের উচ্ছ্বাস বেশি। বাম প্রবাসীরা অবশ্য একটু দমে গিয়েও এবার আবেগপ্রবণ বা ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। আমাদের দেওয়া বর্গাদা জমি ভোগ করে আমাদেরই বিরোধিতা? কিংবা আবেগঘন ভাষায় বাঙালি তুই বুঝলিনাকো আমাদের ফেলে তুই কাকে ধরেছিস, একদিন ঠিক বুঝবি আমরা কত মহান ছিলুম। ইত্যাদি। এক সাচ্চা কমরেড অবশ্য এই অধমকে যেটা বললেন সেট দরবারের পাঠখদের জানানো উচিত। তাঁর বক্তব্য, কলকাত্তাই আঁতেল সংস্কৃতির দায় রাখতে গিয়ে বামেদের বাংলায় সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। বুদ্ধবাবু কলকাত্তাই সংস্কৃতিতে নিমজ্জমান ভালো কথা কিন্তু দেশ চালানোর জন্য চাই বাস্তববোধ ও যথাসম্ভব বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও অর্থনীতির জ্ঞানসম্পন্ন লোক। সে কাঠখোট্টা হলেও কিছু এসে যায়না। কিন্তু মায়কেভস্কির নাটকের অনুবাদে আপ্লুত নেতা ও তার চামচাবর্গ , সংস্কৃতিরঙ্গের কলাটা মুলোটার প্রত্যাশীর দলকে ক্ষমতা ছাড়লে এই কান্ডই হবে। সিঙ্গুরের বদলে দুর্গাপুর বা খড়গপুরের বাছলে আর নন্দীগ্রাম কান্ড না ঘটালে আজও বাংলায় বাম রাজত্ব চলত রমরমিয়ে বুক ঠুকে জানালেন। আরেক বাম এই বিলম্বিত বোধোদয় ওনার আগে হলে ভালো হত বা তখন কেন চেঁচিয়ে বিরোধিতা করলেনি এই প্রসঙ্গে তোলায় যে গজ কচ্ছপ ঝগড়া লাগলো তা থেকে নিস্তার পেতে চা শেষ হওয়া মাত্র পালালাম। উল্লেখ করে রাখি সিঙ্গুরের সেই দিনে যত্রতত্র বিরোধিতা করে লেখালেখি করে এই দুই বামের এমন চক্ষুশূল হয়েছিলাম যে বেশ কিছু সভা সমিতিতে এঁদের খবরদারিতে আমরা প্রবেশ নিষেধ ছিল।

সংস্কৃতি

এই মুহূর্তে দিল্লিতে চলছে পদ্মা যমুনা বাংলা সিনে উৎসব। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই উৎসবে এবার বাংলা ওপার বাংলার ছবি ছাড়াও দিল্লির দুই পরিচালিকার স্বপ্ন দৈর্ঘ্যের ছবিও থাকছে. আর থাকছে উৎসবের চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বেশ কিছু ছবি। গৌতম ঘোষের মত পরিচালকের মুখোমুখি আড্ডা ছাড়াও থাকছে ক্যুইজ। মাসে একটি করে বাংলা ছবি দেখানো ছাড়াও এমন উৎসবের আয়োজন করে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন প্রবাসীদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন অর্জন করছে।

বঙ্গদর্পণ

আর্ট কলেজ

কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ -এর সার্ধশতবর্ষ পার হয়ে গেল। আর্ট কলেজের সূচনাপর্বের ইতিহাসটা দেখতে গেলে এবং সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করতে গেলে এটাই দেখা যায় -- ১৮৫৪ সালে কলকাতায় 'দ্য স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' -এর সূচনা। প্রথমে গরাণহাটায় এই স্কুল ছিল। ১৮৫৪ সালে নভেম্বর মাসে এটি চলে আসে

কলুটোলায় মতিলাল শীলের বাড়িতে। এইচ. এইচ. লক অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন ২৯ জুন, ১৮৬৪ সালে। স্কুলটি স্থান পরিবর্তন করে চলে আসে বউবাজার স্ট্রিটে। ১৮৬৫ তে এই স্কুলের নাম হয় 'দ্য গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট'। ১৯৫১ সালে এই স্কুলটি কলেজে রূপান্তরিত হয়ে নাম হয় 'দ্য গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট'। ১৮৯২ সাল পর্যন্ত ওই আর্ট স্কুল বউবাজারের ঠিকানাতেই ছিল। ১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুলটি চলে আসে বর্তমানের চৌরঙ্গী রোডের ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের পাশে। এখনও পর্যন্ত এই আর্ট কলেজটির অবস্থান এখানেই। এখন প্রচুর ছাত্রছাত্রী ছবি আঁকা বা ভাস্কর্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী। কলকাতায় অবশ্য বর্তমানে আরও আর্ট কলেজ রয়েছে। শান্তিনিকেতনের কলাভবনও আছে। তবুও একটা নতুন আর্ট কলেজের জন্ম হল যার নাম 'কেরিয়ার উইংস আর্ট কলেজ'। ২৫ আগস্ট ২০১৬ তে জন্মাষ্টমীর দিন এই কলেজের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বহু নবীন, প্রবীণ এবং প্রখ্যাত শিল্পীরা। হাওড়ার লিলুয়ায় বিগ বাজারের কাছে জি টি রোডের ওপর এই কলেজটি ললিতকলা ও ব্যবহারিক শিল্পকলার শিক্ষণকেন্দ্র। লাখোটিয়া গ্রুপের এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ ভূমিকা পেন্টাগন শিল্পীগোষ্ঠীর অনতিপ্রধান শিল্পী তরুণ চক্রবর্তীর।

যাত্রী আমি ওরে

'বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে বেঁচেছিল কেউ বুঝি, আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই তাই সে পেয়েছে খুঁজি।' গত ২৬ আগস্ট বর্ধমান মহারাজা উদয়চাঁদ কলেজের অডিটোরিয়ামে স্নিগ্ধ ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই কথাটাই বারবার বেজে উঠল বক্তাদের কণ্ঠে ও শ্রোতাদের হৃদয়ে। উপলক্ষ ছিল একটি বিরল গ্রন্থের আবরণ উন্মোচন।

ইওরোপীয় সাহিত্য ও তুলনামূলক কাব্যতত্ত্বের অধ্যাপক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বনামধন্য বিরল বিদ্যাযোগী প্রয়াত মোহিত রায়ের জীবৎকালেই তাঁর দু'খণ্ড প্রবন্ধসংগ্রহ 'স্টাডিজ ইন লিটারারি ক্রিটিসিজম', দু'টি মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ (এলিয়টের সাহিত্যতত্ত্ব ও তুলনামূলক কাব্যতত্ত্ব) সহ নানান গ্রন্থিত রচনা প্রকাশিত হওয়ার পরেও তাঁর যে বহু মূল্যবান অগ্রস্থিত লেখা রয়ে গিয়েছিল সেগুলিকে সংগ্রহ করে প্রকাশিত হল ক্রাউন সাইজে ন'শো তিরিশ পাতার বই 'দ্য ট্র্যাভেলর: আনকালেকটেড ওয়ার্কস অফ মোহিত কে রে'। প্রকাশক দিল্লির সরূপ পাবলিসার্স।

আক্ষরিক অর্থে এবং মনোজগতে বিদ্যাসাধনায় মোহিত রায় ছিলেন এক আজীবন বিরামহীন চিরপথিক। যাঁর প্রিয় কবিতা তথা জীবনের 'মটো' ছিল রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রী আমি ওরে'। গত ২৬ আগস্ট প্রয়াত লেখকের সাতাত্তরতম জন্মদিনে তাঁর শতাধিক বন্ধু, ছাত্রছাত্রী, নবীন ও প্রবীণ অনুরাগীরা সম্মিলিত হয়ে বইটি নিবেদন করেন তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে। কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুকৃতী ঘোষাল আন্তরিক স্বাগত ভাষণে সভার সূচনা করলেন। সভাপতিত্ব করেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপর প্রলয় দেব, আবরণ উন্মোচন করেন অতিথি অধ্যাপক চিদানন্দ ভট্টাচার্য। তাঁর নিজ বক্তব্যে লেখকের জীবনব্যাপী অবিচ্ছিন্ন বিদ্যাচর্চা এবং তাঁর স্বভাবের মাধুর্য ও প্রীতিস্নিগ্ধতার কথা তুলে ধরেন।

বইটির সম্পাদক অধ্যাপিকা রমা কুণ্ডু সুবিশাল বইটির বিষয়বস্তু, বিন্যাস ও নামকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। এরপরে ছিল 'বিদ্যাচর্চা দেশকালে' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র। যেখানে অংশ নেন অধ্যাপিকা অর্চনা চৌধুরী, অধ্যাপিকা তনুকা দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠান জুড়ে যে নিবেদনের সুরটি বেজেছিল তারই সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সমাপ্তিতে কলেজের ছাত্রীরা 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যের শেষ দৃশ্যটি মঞ্চস্থ করেন।

চলচ্চিত্রে প্রণবানন্দ

যুগপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দ সারা জীবন দরিদ্র মানুষের সেবা করে গিয়েছেন। তিনি পছন্দ করতেন সমাজ

গঠনমূলক কাজ। শুধু মৌখিক সহানুভূতি নয়, নির্লিপ্ত সেবা। সেই আদর্শ নিয়ে তিনি দেশ ও জাতি গঠনের কাজ করে গিয়েছেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ, সামাজিক সংস্কার এবং আর্ত-পীড়িত-দুর্বল মানুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তিনি ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ। এ বছর সংঘ শতবর্ষে পা দিল। এই একশ বছর ধরে দেশে বিদেশে নানা সেবার কাজ করে চলেছেন সংঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকেরা।

সংঘের বর্তমান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দের নেতৃত্বে বন্যা, খরা বা যে কোনও ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষকে দ্রুত উদ্ধার ও তাদের ত্রাণে যেমন নেমে পড়েন, তেমনই ধর্মীয় স্থানে মানুষের হয়রানি রুখতে সদা তৎপর সঙ্ঘের কর্মীরা। সেই মহান সেবক প্রতিষ্ঠিত সংঘের শতবর্ষে এবার স্বামী প্রণবানন্দকে নিয়ে সিনেমা তৈরি করল ভারত সেবাশ্রম সংঘ।

প্রণবানন্দের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে তৈরি রাজা সেন পরিচালিত এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ মল্লিক, জর্জ বেকার, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর ব্যানার্জির মতো শিল্পীরা। স্বামী প্রণবানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অর্জুন চক্রবর্তী। কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন হৈমন্তী শুক্লার মতো শিল্পী।

সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী সারস্বতানন্দ বলেন, প্রণবানন্দের জীবন ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সেবামুখী করার উদ্দেশ্যে এই সিনেমা তৈরির ভাবনা।

শরৎচন্দ্র বোসের ১২৭ তম জন্মবার্ষিকী

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসুর নাম কায়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ছায়ার মতো। ভাই সুভাষের আন্দোলনের নেপথ্যের শক্তি ছিলেন তিনি।

আগামীকাল ৬ জানুয়ারি শরৎচন্দ্র বসুর ১২৭ তম জন্মদিন পালন করা হবে, বিকেল পাঁচটায় ভাষা পরিষদ ভবনে। এই উদ্যোগ নিয়েছে যোধপুর পার্ক শরৎ বোস একাডেমি। সহযোগিতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরি।

অনুষ্ঠানে 'দ্য ডিসজাংশান অফ ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি' শিরোনামে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। বক্তব্য রাখবেন জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ল অ্যান্ড গভর্নেন্স এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রাক্তন অধ্যাপক নীনা ছন্দকে। অনুষ্ঠানে মুক্তধারা শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশন করবেন দেশাত্মবোধক গান।

ইতিহাসের পাতায় সুভাষচন্দ্র বসু যতটা স্থান পেয়েছেন, শরৎচন্দ্র বসুর নাম হয়তো ততটা জায়গা জুড়ে নেই। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর ভাবনা, শক্তি, কূটনৈতিক বিশ্লেষণ নিয়ে বহির্বঙ্গের রাজনীতির সঙ্গে যদি যুক্ত হতেন তাহলে তাঁর মূল্যায়ন হত অন্যভাবে। যদিও ব্রিটিশরাজের কাছে শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন 'মোস্ট ডেঞ্জারাস অপোনেন্ট'। কুখ্যাত ব্রিটিশ পুলিশ চার্লস টেগার্টের কথায় 'আ রিয়েল স্নেক ইন দ্য গ্রাস'।

শরৎচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁর 'পার্স, প্রেস অ্যান্ড প্রেস্টিজ' দিয়ে। নেহরু এবং শরৎচন্দ্র বোস একেবারে সমসাময়িক ছিলেন। দু'জনেরই জন্ম ১৮৮৯ সলে। শরৎচন্দ্র বসুর জন্ম ৬ সেপ্টেম্বর, আর নেহরুর ১৪ নভেম্বর।

প্রথমে কটক, তারপর প্রেসিডেন্সি এবং শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনোর পাঠ শেষ করে শরৎচন্দ্র বসু ১৯১১ সালে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ডে যান। সেখানে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করার পরে দেশে ফেরেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে প্রভূত অর্থোপার্জন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বদলে। এক্ষেত্রে তাঁর প্রেরণা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে। ১৯৩৬ সালে তিনি বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি ওই কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের প্রতি শরৎচন্দ্র বসুর পূর্ণ সমর্থন থাকলেও সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কোথাও একটা অন্তরের যোগ ছিল। তাই সুভাষচন্দ্র বোসের গড়া ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠনের সময় তাঁকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন অনুজকে। ১৯৪১ সালে নেতাজির অন্তর্ধানের সময়ও তিনি সাহায্য করেছেন। এমনকী ১৯৪৫ সালে সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যুসংবাদ রটে যাওয়ার পর আইএনএ-এর সৈনিকদের সাহায্যের জন্য তৈরি করেছিলেন আইএনএ ডিভেন্স অ্যান্ড রিলিফ কমিটি। আবার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায়ও মূল ডিফেন্স কাউন্সিলে তাঁর যোগসূত্রের কথা ওঠে। তৎকালীন ব্রিটিশরাজের কথায় 'প্রেজেন্ট কাল্ট অফ রিভলবারের হোতা ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। জীবনভর হয়তো একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের রাজনীতির পথে চলেছিলেন তিনি।

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্য ছিলেন। সাংসদ হিসেবে তাঁর বাগ্মিতা, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত। তৎকালীন বাংলায় মুসলিম লিগের নেতৃত্বে যে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল তা রুখে দিতে সরব হয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৬ সালে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হওয়ার সময় খনি ও শক্তি মন্ত্রকের দায়িত্বে প্রায় মন্ত্রীর সমান পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন তিনি। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান পাশ হওয়ার পর তাঁর অন্তর সায় দেয়নি, তাই তিনি ওই দায়িত্ব ত্যাগ করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অধ্যুষিত অঞ্চলে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে হওয়া ভারতভাগ মেনে নিয়ে পারেননি শরৎচন্দ্র বসু। তাই তিনি স্বাধীনতার পর কংগ্রেস পর্টি ত্যাগ করে সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি তৈরি করেছিলেন।

কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তিনি একটি ইংরেজি দৈনিক 'দ্য নেশন' পত্রিকা পরিচালনা করতেন, যেখানে শরৎচন্দ্র বসুর স্বাধীন চিন্তাভাবনা স্থান পেত। তিনি বুঝেছিলেন দেশের মূল সমস্যার মূলচ্ছেদ করতে হলে 'সোস্যালিজম'ই একমাত্র পথ।

১৯৪৯ সালে তিনি তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বের সমালোচনা করে বলেন, এই নেতৃত্বে দেশকে অন্য এক ক্রীতদাসত্বের মধ্যে আবদ্ধ করবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের পথে চালিত করবে। নিজের তৈরি করা সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি নিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেস দলকে পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন। এই সাফল্যের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে হয়তো অনেক গঠনমূলক সংস্কারসাধন করতে পারতেন। কিন্তু ১৯৫০ সালে শরৎচন্দ্র বসুর অকালপ্রয়াণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অকস্মাৎ বিরতিচিহ্ন টেনে দিল। ভিন্ন পথে বাঁক নেওয়ার আগেই থমকে গেল ইতিহাসের প্রবাহ।

ঠিক যেমন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর রহস্যের অন্তর্ধানে স্বাধীন ভারতের রাজনীতির প্রবাহ এক বিতর্কের ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হয়ে হয়তো বা খানিকটা গতানুগতিকতায় স্রোতরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, সেইভাবেই। বসু পরিবারের এই দুই নেতা জীবিত থাকলে স্বাধীন ভারত কোন পথে চালিত হত, আজ তা বলা কঠিন হলেও, ভাবা অ-সহজ নয়।

সাগ্নিকের পাঁচটি নাটক

বারাকপুরের নাট্য দল সাগ্নিক তার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্থানীয় সুকান্ত মঞ্চে সম্প্রতি তিনদিন ব্যাপী যে নাট্য মেলার আয়োজন করেছিল, তাতে মোট পাঁচটি নাটক উপস্থাপিত হল। খারাপ আবহাওয়া সত্বেও নাটক দেখার নেশায় মেতে তা উপেক্ষা করে তিন দিনই মানুষ এই শো উপভোগ করেছেন, বাহবা জানিয়েছেন এবং কলাকুশলি ও শিল্পীদের প্রশংসা করেছেন।

প্রথমদিন, উদ্বোধন পর্বে, সুযশের অধিকারী কলকাতার নান্দীকার মঞ্চস্থ করে অজ্ঞাতবাস। সুমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত নাটকটিতে অভিনয় করেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, সোহিনী সেনগুপ্ত এবং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত স্বয়ং। সবারই অভিনয়গুণে নাটকটি দর্শককের মনে দাগ কেটেছে। যবনিকা পতনে সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের বলেও দেওয়া হয় কাউকে অজ্ঞাতবাসে পাঠাবেন না-কেউ অজ্ঞাতবাসে যাবেন না।

দ্বিতীয় দিন তিনটি নাটক। প্রথমটি সাগ্নিকের নিজস্ব উপস্থাপনা ই=এমসি স্কোয়ার। এই নাটকটি বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ করে সাগ্নিক ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জন করেছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তারপরের নাটক বাংলাদেশের নাট্য দল এপিক থিয়েটারের 'হাঁড়ি ফাটিবে'--দর্শক উপভোগ করেছেন। এদিনের শেষ নাটক স্থানীয় নীহারিকার 'মিতুল পিসি'ও উপভোগ্য।

সমাপ্তিতে কলকাতার আর একটি সুনাম অর্জনকারী নাট্যগোষ্ঠী হজবরলের সার্থক উপস্থাপনা ঈপ্সা। নির্দেশনা চন্দন সেন আর অভিনয়ে দেবশঙ্কর হালদার। তাঁর অভিনয় মানুষকে শুধু আনন্দ দেয় না, তাঁরা তা মনেও রাখেন। ব্যবস্থাপনা ভাল, খুঁত ধরার তেমন কিছু চোখে পড়ল না।

মহামায়া'র হ্যান্ড এমব্রয়ডারি

গুজরাতের হাতের করা এমব্রয়ডারির কাজ খুবই বৈচিত্র্যময়। একদিকে উজ্জ্বল রং, অন্যদিকে সূচিশিল্পের সূক্ষ্মকাজে এই হ্যান্ড এমব্রয়ডারি এককথায় সৃষ্টি করতে

পারে ম্যাজিক। গুজরাতের পাধার, কাছাউ, অনজখ, লাখপত, উনোতি, টোরা, কছ -- গুজরাতের এইসব গ্রামগুলি হ্যান্ড এমব্রয়ডারির জন্য বিখ্যাত।

গুজরাতের এই কুটির শিল্পের সঙ্গে এই শহরের মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন কুহেলি রায় ভট্টাচার্য। 'মহামায়া' এনজিও সংস্থাটি তাঁরই সৃষ্টি। যেখ